ষষ্ঠ অধ্যায়

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও নাট্যকলায় কালিদাসের সাহিত্যকীর্তির অনুবাদ ও প্রভাব

সারসংক্ষেপ

- মহাকবি কালিদাসের রচনাসম্ভারের ভাষান্তরের সূত্রে ইউরোপে সংস্কৃতভাষার প্রচার ও প্রসার
- অভিজ্ঞানশকুন্তলম্—ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, ড্যানিস এবং ইটালিয়ান ভাষায় অনুবাদ
- কুমারসম্ভবম্— জার্মান, ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ
- মালবিকাগ্নিমিত্রম্— জার্মান, ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ
- মেঘদূতম্— জার্মান, ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ
- বিক্রমোর্বশীয়ম্ — জার্মান, ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ
- রঘুবংশম্ — জার্মান, ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ

বর্তমানে সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য সম্পর্কে যিনি গভীর চর্চা করেননি অথচ এ বিষয়ে আগ্রহী, তিনিও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মতোই বাল্মীকি-বেদব্যাস-কালিদাসের নাম উচ্চারণ করেন। দেশীয় পরম্পরাগত পণ্ডিতসমাজে কালিদাস চিরসমাদৃত হলেও পাশ্চাত্যে এবং বৃহত্তর পৃথিবীতে এই সাহিত্যসম্পদ অনুবাদের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়ার কৃতিত্ব স্যার উইলিয়ম জোনসের প্রাপ্য। ইতিপূর্বে প্রথম অধ্যায়েই আলোচিত হয়েছে যে, ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের জোনস্‌কৃত ইংরেজি অনুবাদ থেকেই ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে গিওর্গ ফস্টার জার্মান ভাষায় এই নাটকের অনুবাদ করেছিলেন।

এই অধ্যায়ে কালিদাসের সামগ্রিক সাহিত্যকীর্ত্তির ইংরেজি ও জার্মান ভাষায় অনুবাদ এবং পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও নাট্যকলায় তার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শৃঙ্গারতিলক, শৃঙ্গরসার, তত্ত্বোধ, বৃত্তরত্নাবলী, পুষ্পবাণবিলাস প্রভৃতি বহু গ্রন্থ কালিদাসের রচনা বলে প্রচলিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ঋতুসংহার, কুমারসম্ভব, মেঘদূত এবং রঘুবংশ এই চারটি কাব্য এবং মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশীয় ও অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ এই তিনটি নাটক নিয়ে মোট সাতটি রচনা কালিদাসকৃত ব'লে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। কাব্য-নাটক দুই মিলিয়ে সাহিত্য গবেষকদের মতে ক্রমটি হল — ঋতুসংহার, কুমারসম্ভব, মালবিকাগ্নিমিত্র, মেঘদূত, বিক্রমোর্বশীয়, রঘুবংশ এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

জোন্‌সের ইংরেজি অনুবাদের থেকেই জার্মান, ফরাসি, ড্যানিস এবং ইটালিয়ান ভাষায় অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ অনূদিত হয়েছিল। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শুধু ইংল্যান্ডেই জোন্‌সের অনুবাদের পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত জোন্‌সের অনুবাদ প্রকাশের শতবর্ষপূর্তির মধ্যেই ইউরোপের বারোটি বিভিন্ন ভাষায় এই সংস্কৃত নাটকের ছেচল্লিশটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর জোনস্‌কৃত ইংরেজি অনুবাদ থেকেই জর্জ ফর্স্টার (১৭৫৪ খ্রি - ১৭৯৪ খ্রি) ইংরেজিতেই পুনরায় অনুবাদ করেন। ফর্স্টার, হার্ডার-এর কাছে এই অনুবাদটি পাঠিয়েছিলেন। উচ্ছ্বসিত হার্ডার, ফর্স্টার-কৃত অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণে ভূমিকা লিখেছিলেন। এরপরেও হার্ডার এক দীর্ঘ প্রবন্ধে শকুন্তলার নাট্যতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন যে গ্রিক নাট্যতত্ত্ব-ই কলাবিচারের ক্ষেত্রে চরম আদর্শ নয়।

জার্মানিতে অভিজ্ঞানশকুন্তলমের চর্চাবিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে কবি গ্যোটের অবদান স্মরণীয়। তাঁর ডায়েরি এবং বিভিন্ন চিঠিপত্র থেকে এই নাটকটি যে তার মনে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল তা বোঝা যায়। অপর প্রসিদ্ধ জার্মান কবি হাইন্‌রিখ্ হাইনের (১৭৯৭ খ্রি - ১৮৫৬ খ্রি) স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় যে গ্যোটে জার্মানিতে মঞ্চস্থ করার উপযোগী করে শকুন্তলমের যে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন তা তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'ফাউস্ট' নাটকের প্রস্তাবনার পূর্বসূরী। ই বি ইস্টউইক আবার গ্যোটের পংক্তিগুলির পুনরায় ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। শ্লেগেলও ফর্স্টারের অনুবাদ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

বস্তুতঃ খ্রিস্টীয় ১৭৯০-এর দশকে জার্মানির জেনা, উইমার, হাইডেলবার্গ এবং তারপর বন, বার্লিন, টুবিনজেন প্রভৃতি স্থানে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। সেখানে মনুসংহিতা এবং গীতগোবিন্দের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞানশকুন্তলমের জার্মান ভাষায় অনুবাদ এবং পুনরানুবাদের কাজ চলতে থাকে। তদুপরি, জার্মান বিদ্বৎসমাজে কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ যে কী বিপুল সমাদর পেয়েছিল তা তো ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

অভিজ্ঞানশকুন্তলমের পর ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম জোন্স্ কালিদাসের ঋতুসংহার কাব্যেরও অনুবাদ করেছিলেন।

"The Birth of the War God" শিরোনামে, ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে র‍্যালফ টি. গ্রিফিথ, কুমারসম্ভব কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি পূর্ববর্তী অ্যাডলফ ফ্রেডরিখ স্টেনজ্লারকৃত (এইসংস্কৃত কাব্যের) জার্মান সংস্করণের কাছে তার ঋণ স্বীকার করেছিলেন।

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের ইংরেজি ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদ করেছিলেন সি এইচ টনি, ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে। তার এই গদ্যগ্রন্থের প্রাক্কথনে তিনি ফ্রেডরিখ বোলেনসেন-এর অবদান স্বীকার করেছিলেন। বোলেনসে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে জার্মান ভাষায় সেই নাটকটি লাইপজিগ্ থেকে প্রকাশ করেছিলেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে এই নাটকটি "The King and the Dancer" শিরোনামে জার্মানিতে মঞ্চস্থ হয়।

মেঘদূত কাব্যটি হোরেস্হেম্যান উইলসন ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে "The Megha Duta or Cloud Messenger" শিরোনামে অনুবাদ করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অনুমোদনক্রমে কলকাতা থেকে এই অনুবাদ প্রকাশিত হয়। গ্যেটে, উইলসনের এই অনুবাদকর্মকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারেন নি। তবে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে সি. সুয়েটজ্ গদ্যে এই কাব্যের একটি জার্মান ভাষায় অনূদিত গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন।

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে ই. বি. কাওয়েল বিক্রমোর্বশীয় নাটকের ইংরেজি ভাষায় অনুবাদে প্রকাশ করেছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি তাঁর সমসময়ে সাম্প্রতিকতম জার্মান অনুবাদক (এই নাটকের প্রেক্ষিতে) হফারের নাম উল্লেখ করেছিলেন। তবে ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দেই বোলেনসেন্ এই নাটকটি

জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। পরবর্তীকালে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে রুকার্ট এই নাটকের সারসংক্ষেপ জার্মান ভাষায় রচনা করেছিলেন।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে গোপাল রঘুনাথ নন্দরগিকর রঘুবংশের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। জার্মান ভাষায় মুক্তছন্দে এ.এফ.ফন. স্ক্যাব ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে রঘুবংশের অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ও. ওয়াল্টার গদ্যরীতিতে রঘুবংশের জার্মান অনুবাদ করেন।

কালিদাসের রচনাক্রমে কালবিচারে অভিজ্ঞানশকুন্তলম নাটকটি সর্বশেষে স্থান পেলেও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনে এই নাটকটির বিশেষ ভূমিকার কারণে এই অধ্যায়ের প্রথমভাগেই এর বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।